চট্টগ্রাম সরকারী মুসলিম হাইস্কুল প্রাক্তন ছাত্রসমিতি

CHATTOGRAM SARKARI MUSLIM HIGH SCHOOL PRAKTAN CHHATRA SAMITY

স্কুল ভবন কক্ষ ১০৭, আবদুর রহমান সড়ক, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে

চট্টগ্রাম সরকারী মুসলিম হাইস্কুল প্রাক্তন ছাত্রসমিতি

স্থাপিতঃ ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৬

গ ঠ ন ত ন্ত্র

পটভূমি

শিক্ষা মানুষকে পরিপূর্ণ করে। পবিত্র আল-কোরআনে বর্ণিত আছে শিক্ষা মানুষের জন্য অপরিহার্য। অবিভক্ত ভারতে মুসলিম জাগরণের দিশারী এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠিত শিক্ষানুরাগী হাজী মুহাম্মদ মহসিন'র Mohsin Endowment Fund'র অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয় বিদ্যাপীঠ চট্টগ্রাম সরকারী মুসলিম হাইস্কুল। জনশ্রুতি আছে স্কুল সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান চট্টগ্রাম সরকারী মহসিন কলেজ (প্রাক্তন ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ) এর পাহাড়ে। ১৯০৯ সনে ঐ স্থান হইতে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানান্তরের বছর তাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাবছর রূপে বিবেচিত।

প্রস্তাবনা

প্রাক্তন ছাত্ররা পরস্পরকে চিনিতে, জানিতে এবং মানবকল্যাণকর কর্মকান্ডের মাধ্যমে একত্রীভূত থাকিবার মহান লক্ষে ২০০৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী স্কুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রাক্তন ছাত্রদের সাধারণ সভায় গঠিত হয় 'চট্টগ্রাম সরকারী মুসলিম হাইস্কুল প্রাক্তন ছাত্রসমিতি' যাহা ইংরেজীতে হবে Chattogram Sarkari Muslim High School Praktan Chhatra Samity. অবশ্য ইতোপূর্বে ১৯৮৫ সালে সর্বজনাব জয়নাল আবেদীন চৌধুরী, আলিমুল্লাহ চৌধুরী, এড. মাজেদুল হক, ব্যারিস্টার এস এ সিদ্দিকী, সৈয়দ আমিনুর রহমান এবং গোলাম মোস্তফা কাঞ্চন সমিতি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।
সমিতির সদস্যরা পরস্পরের কাছে *OLD MUSLIMS* কিংবা *OM* নামে পরিচিত হইবে।

ধারা ০১
নাম এবং কার্যালয়

এই সংগঠনের নাম হইবে 'চট্টগ্রাম সরকারী মুসলিম হাইস্কুল প্রাক্তন ছাত্রসমিতি' (তৎপরবর্তী শুধু সমিতি অভিহিত হইবে) এবং সমিতির প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রাম সরকারী মুসলিম হাইস্কুলের (তৎপরবর্তী শুধু সমিতি অভিহিত হইবে) চৌহদ্দী কিংবা চট্টগ্রাম মহানগরীর মধ্যে থাকিবে।

ধারা ০২
সিল, প্রতীক এবং পতাকা

সমিতির সিল, প্রতীক এবং পতাকা থাকিবে। সমিতির প্রতীকের আদল ও রঙের সাথে মিল রাখিয়া পতাকা হইবে।

ধারা ০৩
উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য

ক) স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি, যোগাযোগ এবং সম্প্রীতি জোরদার করা।

খ) স্কুলে কিংবা উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত গরীব মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানসহ সহায়তা দেয়া।

গ) স্কুলে অধ্যয়নরত ছাত্রদের সার্বিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সাহিত্য, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নমূলক বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ।

ঘ) স্কুলের মেধাবী ছাত্র, প্রাক্তন প্রবীণ ছাত্র ও শিক্ষকসহ গুণীজনদের স্বীকৃতি ও সংবর্ধনা।

ঙ) সমিতির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এবং কমপক্ষে প্রতি দুই বৎসর অন্তর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান।

চ) সমিতির সম্মিলনধর্মী এবং সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা।

ছ) কল্যাণধর্মী কার্যাবলীর জন্য ফান্ড গঠন।

জ) প্রয়োজনবোধে স্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষকদের মানবিক সাহায্য এবং সহযোগিতা প্রদান।

ধারা ০৪
সদস্য পদ

ক) স্কুলে অধ্যয়নকৃত অনুন্য ২৫ (পঁচিশ) বৎসর বয়সী এবং মানসিকভাবে সুস্থ প্রাক্তন ছাত্র নির্ধারিত সদস্যপদ প্রাপ্তি ফরম পূরণ ও সদস্যভুক্তি চাঁদা প্রদান এবং কার্যনির্বাহী পর্ষদ'র অনুমোদন সাপেক্ষে সমিতির জীবন সদস্য হইতে পারিবে।

খ) সদস্যভুক্তি চাঁদা এককালীন টাকা ১০০০.০০ (এক হাজার) মাত্র। প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পর্ষদ বাস্তবতার নিরিখে সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে ফি বাড়াইতে পারিবে।

গ) সমিতির গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কার্যক্রম, পদত্যাগ, মানসিক ভারসাম্য লোপ এবং মৃত্যুর কারণে সদস্যপদ বিলুপ্ত হইবে।

ঘ) কেবলমাত্র জীবন সদস্যই সকল সভার কোরাম, ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে প্রার্থী হইবার যোগ্য।

ঙ) জীবন সদস্যগণ সমিতির সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইবে।

ধারা ০৫
নির্বাচন

ক) সংশ্লিষ্ট বছরের নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসে কার্যনির্বাহী পর্ষদ সভায় একজন জীবন সদস্যকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অপর ২ (দুই) জন জীবন সদস্যকে নির্বাচন কমিশনার মনোনয়ন পূর্বক সর্বমোট ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠিত হইবে যাহারা কার্যনির্বাহী পর্ষদ'র কোন সদস্য হইবেন না এবং তাহারা সকলেই সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

খ) নির্বাচন কমিশন প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে সার্বিক নির্বাচন পরিচালনা এবং সম্পাদনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন বিধিমালা প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করিবেন এবং যথাসময়ে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করিবেন।

ধারা ০৬
কার্যনির্বাহী পর্ষদ

ক) কার্যনির্বাহী পর্ষদ'র মেয়াদ দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হইতে ৩ বছর।

খ) সমিতির নীতি নির্ধারণ, কার্যক্রম পরিচালনা, কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সার্বিক ক্ষমতা ২৯ (উনত্রিশ) সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পর্ষদ'র উপর ন্যস্ত থাকিবে।

গ) কার্যনির্বাহী পর্ষদ সদস্য সংখ্যা ও গঠন নিম্নে দেয়া হইলঃ

ক্রমিক#	পদের নাম		পদের সংখ্যা
১	সভাপতি	ঃ	০১ জন
২	সহ-সভাপতি	ঃ	০৩+০১ জন (০১ জন ঢাকা হতে)
৩	সাধারণ সম্পাদক	ঃ	০১ জন
৪	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	ঃ	০১ জন
৫	অর্থ সম্পাদক	ঃ	০১ জন
৬	সাংগঠনিক সম্পাদক	ঃ	০১ জন
৭	সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	ঃ	০১ জন
৮	কল্যাণ সম্পাদক	ঃ	০১ জন
৯	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	ঃ	০১ জন
১০	দপ্তর সম্পাদক	ঃ	০১ জন
১১	কার্যকরী কমিটির সদস্য	ঃ	১২ জন
১২	সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক	ঃ	০১ জন (ঢাকা হতে)
১৩	পদাধিকার বলে	ঃ	০৩ জন
	মোট	ঃ	২৯ জন

গ) নির্বাচনে সকল পদ প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

ঘ) নির্বাচনে সরাসরি ভোটে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং অর্থ সম্পাদক পদভিত্তিক নির্বাচিত হইবেন এবং ২১ (একুশ) জন কার্যনির্বাহী পর্ষদ'র সদস্য নির্বাচিত হইবেন। নির্বাচন পরবর্তী কার্যনির্বাহী পর্ষদ'র প্রথম সভায় অবশিষ্ট পদসমূহ (নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে) বন্টন করা হইবে এবং স্ব স্ব বিভাগীয় কার্যাবলীর রূপরেখা নির্ণয় করা হইবে।

ঙ) সাংগঠনিক প্রয়োজনে চট্টগ্রাম মহানগরীর বাহিরে অবস্থানরত ২ (দুই) জনকে মনোনীত করা হইবে।

চ) পদাধিকার বলে ০৩ (তিন) জন হইবেন স্কুলের প্রধানশিক্ষক, সমিতির সদ্য প্রাক্তন সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক।

ছ) কার্যনির্বাহী পর্ষদ'র কোন সদস্য (মনোনীত এবং পদাধিকার বলে বাদে) পূর্ব অবগতি ব্যতিত একাক্রমে তিন সভায় অনুপস্থিত থাকিলে কার্যনির্বাহী পর্ষদে তাহার সদস্যপদ সরাসরি বিলুপ্তি গণ্য হইবে এবং কোঅপ্টের মাধ্যমে শূণ্যস্থান পূরণ করা হইবে।

জ) পর পর দুই মেয়াদ কালের অধিক একই পদে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং অর্থ সম্পাদক নির্বাচিত হইবার অযোগ্য বিবেচিত হইবেন।

ঝ) কমপক্ষে প্রতি ০২ (দুই) মাস অন্তর কার্যনির্বাহী পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

ধারা ০৭
উপ-কমিটি

ক) কার্যনির্বাহী পর্ষদ প্রয়োজনবোধে অনুষ্ঠানভিত্তিক কিংবা মেয়াদ কালের জন্য নূন্যতম ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট উপ-কমিটি গঠন করিবে যাহাতে পদাধিকার বলে সাধারণ সম্পাদক সদস্য সচিব এবং কোষাধ্যক্ষ সদস্য থাকিবেন। নির্দিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদন কিংবা মেয়াদকাল উত্তীর্ণের পর সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি বাতিল/বিলুপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

খ) অর্থ বিষয়ক এবং সাংগঠনিক স্থায়ী উপ-কমিটি থাকিবে, যাহাতে যথাক্রমে প্রথম সহ-সভাপতি এবং দ্বিতীয় সভাপতি চেয়ারম্যান থাকিবেন।

গ) প্রধান কার্যালয় এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পর্ষদ কর্তৃক কমিটি অনুমোদিত হইতে হইবে।

ধারা ০৮

শাখা

ক) দেশে এবং বিদেশের যে কোন শহরে কমপক্ষে ১৫ জন জীবনসদস্য পাওয়া গেলে সমিতির শাখা হিসেবে স্বীকৃতি / অনুমোদন দেয়া হইবে এবং এর কম জীবনসদস্য পাওয়া গেলে তা গ্রুপ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হবে।

খ) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, অর্থ সম্পাদক ও ০৪ জন সদস্য সহ ০৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি দ্বারা শাখা পরিচালিত হইবে।

গ) প্রধান কার্যালয় এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পর্ষদ কর্তৃক শাখা অনুমোদিত হইতে হইবে।

ধারা ০৯

ক্ষমতা ও দায়িত্ব

ক) সভাপতিঃ

সংগঠনের প্রধান। সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। তাহার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি ক্রমানুসারে এই দায়িত্ব পালন করিবেন। তিনি সমিতির আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধি কিংবা প্রয়োজনবোধে কাস্টিং ভোট প্রদান করিবেন। তিনি সাংগঠনিক প্রধান হিসেবে গঠনতন্ত্রের বা নির্দেশনা, কার্যাদেশ ও কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান করিবেন।

খ) সহ-সভাপতিঃ

কার্যনির্বাহী পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কর্ম এবং সভাপতি প্রদত্ত কর্ম সম্পাদন করিবেন এবং ক্রমানুসারে সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

গ) সাধারণ সম্পাদকঃ

সমিতির প্রধান নির্বাহী। সভাপতি ও কার্যনির্বাহী পর্ষদ'র নিকট দায়বদ্ধ থাকিবেন। সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে তিনি সকল সভার কর্মসূচি, নিয়মিত সভা আহবান এবং সভার প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবায়ন, সকল নথি-পত্র সংরক্ষণ এবং উপ-কমিটির কার্যাবলী তদারক করিবেন। তিনি বার্ষিক সাধারণ সভায় বাৎসরিক কার্যবিবরণী প্রদান করিবেন।

ঘ) অর্থ সম্পাদকঃ

অর্থ সম্পাদক সমিতির যাবতীয় অর্থ রশিদ মূলে গ্রহণ ও প্রদান, ব্যাংকসহ যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অডিট রিপোর্টসহ আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদান করিবেন। দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সম্পাদক ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত হাতে রাখিতে পারিবেন।

ধারা ১০

আর্থিক

ক) সমিতির অর্থ বছর হইবে জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর মাস।

খ) জীবনসদস্য হইতে সদস্যভুক্তি ফি বাবদ প্রাপ্ত টাকা, অনুষ্ঠান ভিত্তিক চাঁদা, যে কোন সূত্র হইতে প্রাপ্ত অনুদান কিংবা মঞ্জুরী এবং অর্থ সংগ্রহমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ হইতে সমিতির সাধারণ তহবিল গঠন করা হইবে।

গ) সমিতির নামে সংগৃহীত যাবতীয় অর্থ সমিতির নামের হিসাবে সরকার অনুমোদিত ব্যাংকে জমা থাকিবে। উক্ত হিসাব সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং অর্থ সম্পাদকের স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে। তবে যেকোন লেনদেন অর্থ সম্পাদকের আবশ্যিক স্বাক্ষরসহ যেকোন একজনের স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

ঘ) সমিতির যাবতীয় ব্যয় ভাউচার মূলে সভাপতি কিংবা সাধারণ সম্পাদক অনুমোদন করিবেন।

ঙ) সদস্যভুক্তি ফি বাবদ প্রাপ্ত টাকা হইতে প্রত্যেক ফরম বাবদ ১০০.০০ (একশত) টাকা সমন্বয়ে পৃথক কল্যাণ তহবিল গঠিত হইবে ও সুনির্দিষ্ট কল্যাণমূখী খাতে টাকা খরচ এবং পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করা হইবে।

চ) বার্ষিক সাধারণ সভায় আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী পর্ষদ'র সদস্য নয় এমন ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট অডিট কমিটি গঠন করা হবে এবং কমিটি পরীক্ষিত হিসাবের রিপোর্ট প্রদান করিবেন।

ছ) অর্থ বিষয়ক উপ-কমিটি প্রতি তিন মাস অন্তর সমিতির হিসাব নিরীক্ষণ করিবেন।

ধারা ১১
সভা এবং কোরাম

ক) অনিবার্য কারণে বিলম্বিত হইলে পরবর্তী মার্চ মাসের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা / নির্বাচন (প্রযোজ্য হইলে) অনুষ্ঠিত হইবে।

খ) বার্ষিক সাধারণ সভা কর্মসূচির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকিবে সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক সমিতির বার্ষিক কার্য বিবরণী প্রদান, অর্থ সম্পাদক কর্তৃক অডিট রিপোর্টসহ আয়-ব্যয়ের হিসাবে উত্থাপন, সমিতির কল্যাণমুখী আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যনির্বাহী পর্ষদ'র নির্বাচন (যদি প্রযোজ্য হয়)।

গ) বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা এবং তলবী সভার জন্য (সুনির্দিষ্ট আলোচ্য সূচিসহ) ১৫ (পনের) দিনের, কার্যনির্বাহী পর্ষদ সভার জন্য ৩ (তিন) দিনের এবং জরুরী সভার জন্য ২৪ ঘন্টার নোটিশ লাগিবে।

ঘ) বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভার জন্য জীবনদসদস্যদের এক তৃতীয়াংশ এবং কার্যনির্বাহী পর্ষদ সভার জন্য ১০ (দশ) জনের উপস্থিতিতে কোরাম গণ্য হইবে।

ঙ) কোন সভার কোরাম না হইলে নির্দিষ্ট সময়ের আধঘন্টা পরে মুলতবী সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

চ) তলবী সভার জন্য অধিকাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোরাম না হইলে উক্ত সভা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

ছ) সকল সভায় উপস্থিত সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় চূড়ান্ত বিবেচিত হইবে।

ধারা ১২
গঠনতন্ত্রের সংশোধন এবং অনাস্থা

সমিতির গঠনতন্ত্রের সংশোধন / সংযোজন কিংবা কার্যনির্বাহী পর্ষদ অথবা কার্যনির্বাহী পর্ষদ'র কাহারো বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উপস্থাপনের জন্য অধিকাংশ জীবনসদস্যের লিখিত নোটিশ ও উপস্থিতি এবং উপস্থিত সদস্যের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন হইবে। উল্লেখ্য, কোরাম কিংবা অন্য কোন কারণে উক্ত সভা মূলতবি কার্যকর হবে না।

ধারা ১৩
বিলুপ্তি

কোন কারণে সমিতির বিলুপ্তি অপরিহার্য হইয়া থাকিলে জীবনসদস্যের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন এবং দায়-দেনা পরিশোধের পর উক্ত সম্পদ সমিতির কল্যাণ ফান্ডে জমা হইবে এবং পরবর্তীতে সমিতি কল্যাণ ফান্ডের উক্ত সম্পদ সরাসরিভাবে স্কুলের তহবিলে জমা করা হইবে।

গঠনতন্ত্র উপ-কমিটি

আহবায়ক	ঃ	আবদুর রউফ খালেদ
সদস্য সচিব	ঃ	খুরশিদ আনোয়ার চৌধুরী
সদস্য	ঃ	কাজী ইখলাসুল হক
সদস্য	ঃ	প্রকৌশলী ওয়াহিদুল আলম চৌধুরী
সদস্য	ঃ	মুহাম্মদ আকতার উল্লাহ চৌধুরী
সদস্য	ঃ	অধ্যাপক জাহাঙ্গীর চৌধুরী
সদস্য	ঃ	মোহাম্মদ শরফুদ্দিন

২০০৬ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম সরকারী মুসলিম হাইস্কুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্র অনুমোদিত ও গৃহীত হয় এবং উক্ত তারিখ হইতে প্রবর্তিত ও কার্যকর হয়।

তারিখঃ ২৫-১২-২০০৬ খ্রিঃ।

গঠনতন্ত্র সংশোধন উপ-কমিটি

আহবায়ক	ঃ	প্রকৌশলী ওয়াহিদুল আলম চৌধুরী
সদস্য	ঃ	শামসুল হক
সদস্য	ঃ	মহিউদ্দিন আহমেদ
সদস্য	ঃ	শামসুদ্দিন খালেদ সেলিম
সদস্য	ঃ	জামাল নাসের চৌধুরী

২০১৪ সালের ১১ এপ্রিল চট্টগ্রাম সরকারী মুসলিম হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুমোদিত ও গৃহীত হয় এবং উক্ত তারিখ হইতে প্রবর্তিত ও কার্যকর হয়।

তারিখঃ ১১-০৪-২০১৪ খ্রিঃ।